আমারই কপাল দোষে নহে, দেশের পৌনে ষোল আনারও বেশী লোকের কপাল আমার মত পোড়া।

কালোয়াতি ছাড়িয়া সাকরেদী দলে মিশিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেখানে দেখি রামরাজত্ব, সকলেই স্বস্ব প্রধান। সুরসার, তালতোল, ছাঁদছোঁদের কাছ দিয়া কেহ যায় না। সেখানে যে যা গায় তাই গান, যে যা বলে তাই বেদ। এ দলে সুরে তালে পৃথকায়, কিন্তু অধিকারী ছোকরায় একান্ন; রাগে রাগে রেসারেসী, কিন্তু হাঁবে ভাবে গলাগলী। আবার শুনিতেছি, সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট নাকি একটা সাকরেদী দলের বায়না করিয়াছেন তাহাতে সাকরেদী দলের মান কিছু বাড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ও অনেক দিন থেকে এইরূপ একটা দল বাঁধিবার চেষ্টায় ছিলেন। এতদিন কিন্তু সাজসরঞ্জমের অভাবে কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখন যেরূপ সুর ফিরিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এই দলটা পাকা হইবে।

আমি এই দলাদলী দেখিয়া এখন লেখা বন্ধ রাখিয়াছি। যে দলের শেষে জয় হইবে, সেই দলে ঢুকিয়া গণ্ডায় গণ্ডা দিব, এইরূপ মনে করিতেছি। কারণ আমি বরাবরই বুদ্ধিমান্, অতএব

জয়কেতে।

কল্পনা।

এমনি সে ঘুমন্ত যামিনী
এমনি সে ঘুমালস বায়
এমনি জোছনা ছিল পড়ে,
ঘুমাইয়া সিকতাশয্যায়॥

কুসুমের হাসিটুকু ছিল
ঘুমাইয়া কুসুমের মুখে
জোছনাপরশে ঘুমে পাখী
ডেকেছিল কি জানি কি সুখে॥

ঘুমালস আঁখি দুটী ধীরে
যেতেছিল নীরবে মুদিয়া
মদালস পরাণের পথে
কি জানি কি গেছিল চলিয়া॥

এমনি সময়ে যেন কার
পরশে গো উঠিনু শিহরি
অর্গলিত দ্বার অনর্গল
সম্মুখেতে ষোড়শী সুন্দরী!॥

মুক্ত পথে জোছনা আসিয়া
লুটাইছে রাঙা দুটী পায়
অভিমানে পাংশু নভোরাণী
মেঘগুলি ভেসে ভেসে যায় ॥

বিশাল সে কেশপাশ হেরি
নীলিমগগন গেল ঘরে,
উজল রতন রাজি তার
প্রতিবিম্ব পড়িল অম্বরে ॥

বিধুর সে মুখের আভায়
কুসুম মধুর দেখা দিল
মলয় দণ্ডের তরে যেন
সুরভিত মাধুরী বহিল ॥

কি যেন বি মোহের ছলনে
প্রসারিত দুই খানি করে
ধরিলাম কনক অঞ্চল
বাঁধিতে সে ত্রিদিবদেশীরে ॥

"ছাড়া ছাড়" বলিতে বলিতে
নিভে গেল নিমেষের আলো
পবন ফেলিল দীর্ঘশ্বাস
মেঘ মাঝে চপলা লুকাল ॥

ধীরে ধীরে জাগিছে সমীর
ধীরে ধীরে ফুটিছে কুসুম
ধীরে ধীরে স্বপন মিলায়
ধীরে ধীরে ভেঙে যায় ঘুম ॥

কল্পনা গিয়াছে চলি দূরে
ধরে আছি বসনঅঞ্চল
হৃদয়ের দেবী চলে গেছে
সুধু আছে বচন সম্বল ! ॥

DINESCHANDRA CHAUDHURI,
Third Year Class.